যুগান্তর

তারিখ ... 28 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সমন্বয়হীনতা মেডিকেলে ভর্তি নিয়ে সংকট

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

সরকারের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ন্যূনতম যোগাযোগ ও সমন্বয় নেই। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চিকিৎসা শিক্ষা ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হলেও সার্বিকভাবে 'জাতীয় শিক্ষানীতি' উভয় মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রযোজ্য। অনুসন্ধানে জানা গেছে, চিকিৎসা শিক্ষা পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত কোন তথ্য জানে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অদ্যাবধি এ সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে জানতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা অধিদফতরে একটি চিঠিও আসেনি। কিংবা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকেও চিকিৎসা শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে অদ্যাবধি কোন পরামর্শ চাওয়া হয়নি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত বছর জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে— এইচএসসির ফলাফল প্রকাশের পরবর্তী এক মাসের মধ্যে মেডিকেল কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। শিক্ষানীতিতে এসব কথার উল্লেখ রয়েছে, এমন তথ্য জানেন না খোদ স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন) প্রফেসর ডা. শাহ আবদুল লতিফ। এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে তিনি তথ্য না জানার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, সত্যিকার অর্থেই শিক্ষানীতিতে এমন কথা বলা রয়েছে তা তিনি জানতেন না। তাদের কখনও শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ ব্যাপারে চিঠি দিয়ে জানানোও হয়নি। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পৃথকভাবে পরিচালিত হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যাপারে সব ধরনের সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে পরিচালিত হয়। আগের ভর্তি পরীক্ষা পুনর্বহালের জন্য উচ্চ আদালতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি শিক্ষানীতির ধারা-উপধারা তুলে ধরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আসামি করে রিট মামলা দায়ের করা হলে দুই মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়হীনতার অজানা তথ্য বেরিয়ে আসে। তারা প্রতিক্রিয়া স্বীকার করেন, পৃথক মন্ত্রণালয় হলেও গুরুত্বপূর্ণ এ দুটি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। জানা গেছে, ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতির বদলে জিপিএ'র ভিত্তিতে চলতি বছর সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কয়েক দফা বৈঠক হয়। সর্বশেষ ১২ আগস্ট স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আফম রুহুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় নতুন পদ্ধতিতে ভর্তির ব্যাপারে মিডিয়াকে জানানো হয়। বৈঠকে মন্ত্রী, সচিব, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন,

জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে স্বাস্থ্য বিভাগ কিছুই জানে না

বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত একাধিক ব্যক্তি বলেছেন, একটি দেশের ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি বদল করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে কোন তথ্যই জানানো হয়নি। চিকিৎসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা ঘৃণাভরকে বলেন, দুই মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় থাকলে এত বড় সিদ্ধান্তে আগে থেকে আলাপ-আলোচনা করলে সরকারকে এমন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হতো না।

মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে আগের পরীক্ষা পদ্ধতি বহাল রাখার দাবিতে রাজপথে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের আন্দোলনসহ স্বাস্থ্য সেক্টরে চলমান অস্থিরতায় চরম অস্বস্তিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আফম রুহুল হকসহ স্বাস্থ্য খাতের নীতিনির্ধারকরা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একাধিক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলছেন, একদিকে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন, অপরদিকে সম্প্রতি ক্ষমতাসীন দলের চিকিৎসক নেতা ডা. নারায়ণ দত্ত গুরুসহ নিতাই খুন, হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সারাদেশের হাসপাতাল ও চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসকদের প্রতিবাদ সমাবেশ ও কর্মবিরতির ফলে হাজার হাজার চিকিৎসাপ্রত্যাশী রোগীর দুর্ভোগ ও ভোগান্তি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন তারা। সম্প্রতি উন্নয়ন খাতের চেয়ে ক্যামেলা মেটানোর কাজে অধিক ব্যস্ত হয়ে পড়ায় স্বাস্থ্য খাতের স্বাভাবিক গতিশীলতা হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানতে পেরেছেন, নিতাই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদের দোহাই ও নিরাপত্তাহীনতার দোহাই দিয়ে রাজধানীসহ সারাদেশের একশ্রেণীর চিকিৎসক নিয়মিত ডিউটি থেকে বিরত রয়েছেন। ফলে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে সরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবায় মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটছে। ইতিমধ্যেই ডিবি পুলিশ নিতাই হত্যাকারীদের গ্রেফতার করেছে। তারা হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে বক্তব্যও দিয়েছে। রোববার আইসিডিডিআরবি'র এক অনুষ্ঠান শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, নিতাইয়ের খুনিরা ধরা পড়েছে তাই চিকিৎসকদের কর্মবিরতির কর্মসূচি প্রত্যাহার করে কাজে যোগদান করতে হবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশ কেউ মানছে না। এদিকে পরীক্ষা পদ্ধতি পুনর্বহালের দাবির রিটে দ্বিধাবিভক্ত রায় দিয়েছেন উচ্চ আদালত। স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক চিকিৎসা শিক্ষা ডা. শাহ আবদুল লতিফ জানান, নতুন যে কোন পদ্ধতি প্রবর্তনে ক্যামেলা হয়। তবে সব সমস্যার সমাধান শেষে জানুয়ারির মধ্যে নতুন শিক্ষার্থীরা মেডিকেলে ক্লাস শুরু করতে পারবে বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।